**সংবাদ বিজ্ঞপ্তি**

তারিখ: ০৪/১২/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

**বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ‘কামরুল হাসান: ঐতিহ্যানুরাগী আধুনিক শিল্পী’ শীর্ষক**

**সেমিনার ও আলোচনা সভা আয়োজন**

পটুয়া শিল্পী কামরুল হাসানের জন্মশত বার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে সেমিনার আয়োজন করে। সেমিনারের শিরোনাম ‘কামরুল হাসান: ঐতিহ্যানুরাগী আধুনিক শিল্পী’। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আবুল মনসুর। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও সভাপতি ড. সৈয়দ আজিজুল হক। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ -এর সদস্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ডীন অধ্যাপক নিসার হোসেন। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান এনডিসি।

মূল প্রবন্ধে অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক মহৎ শিল্পী কামরুল হাসানের জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গনে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের পরেই যে-নামটি সর্বাধিক গুরুত্বসহকারে উচ্চারিত হয় সেটি হল কামরুল হাসান। আমৃত্যু বাঙালিত্বের সাধনা, দেশাত্মবোধ ও নির্ভীক সত্য উচ্চারণের একনিষ্ঠায় মহিমান্বিত হয়েছে তাঁর জীবন। তাঁর সৃষ্টির জগৎও দেশের মৃত্তিকাসংলগ্ন, ঐতিহ্যস্পর্শী ও আধুনিকতামণ্ডিত। তাঁর সংস্কৃতিভাবনার সঙ্গে সার্থক রাজনীতিচিন্তা যুক্ত হয়ে তাঁর শিল্পসাধনাকে মানবতার সমার্থক করে তোলে। তাঁর কাছে আধুনিকতা মানে লোকজীবনের সঙ্গে, লোকসমাজসৃষ্ট শিল্পের সঙ্গে, আরো লগ্ন হওয়া; ওই শিল্পের অন্তর্গত ঐতিহ্যিক রসকে সমকালীন বোধের সঙ্গে জারিত করে নতুনভাবে উপস্থাপন করা। কামরুল হাসান সেটাই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আয়ত্ত করে প্রকৃত অর্থে আধুনিক হয়ে উঠেছেন।

অধ্যাপক নিসার হোসেন বলেন শিল্পী কামরুল হাসান এমন একজন শিল্পী ছিলেন যিনি বাংলার শ্রেষ্ঠত্ত্ব তুলে ধরেছেন। প্রতিটা ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনুপ্রাণিত করতো। তিনি যা বিশ্বাস করতেন তাই তিনি করতেন। তাঁর বড়ো কৃতিত্ব হলো তিনি বাংলাদেশের লোকশিল্পের সঙ্গে আধুনিক শিল্পরীতির সার্থক সমন্বয় করেছিলেন। বাঙালি নারীর বিচিত্র রূপ ও ভঙ্গিমাকে তিনি নানাভাবে এঁকেছেন। তাঁর শিল্পবৈশিষ্ট্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তিনি তেলরং ও জলরঙসহ উভয় মাধ্যমে কাজ করেছেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জনাব মোঃ আবুল মনসুর বলেন শিল্পী কামরুল হাসান সত্য অনুসন্ধানের কাজ করেছেন। রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও তিনি আধুনিক শিল্পী হতে পেরেছেন। এজন্য তাঁর চিত্রকর্মে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব কে এম খালিদ, এমপি বলেন, বাংলার এই ক্ষণজন্মা চিত্রশিল্পী কামরুল হাসানের চিত্রকর্মে লৌকিকতা ও আধুনিকতার মিশ্রণ ঘটেছে। তিনি 'পটুয়া কামরুল হাসান' নামেই বেশি পরিচিত। চিত্রকলার মাঝেই তিনি মায়াময় অপূর্ব এক মিশ্রণ তৈরি করে রেখে গেছেন তরুণ প্রজন্মের জন্যে।

সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, শিল্পী কামরুল হাসান মহান মুক্তিযুদ্ধ ও শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি সত্যের সৈনিক ছিলেন, সবসময় সত্যের সন্ধান করেছেন। তাঁর শিল্পকর্মে যেমন ফুটে উঠে বাংলার নানা দৃশ্য তেমনি ফুটে উঠে সংগ্রামী চেতনা।

উল্লিখিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি আপনার বহুল প্রচারিত সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ/ প্রচার করার জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হলো।

সাইদ সামসুল করীম

শিক্ষা অফিসার

বাংলাদশে জাতীয় জাদুঘর

বার্তা সম্পাদক

---------------------------------

ঢাকা।